তারিখ ... ২৭-১১-২০০০
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ... ২

দৈনিক ইনকিলাব

প্রশাসনিক সংস্কারে উদাসীনতা

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের ১৩৭টি সুপারিশের মধ্যে মাত্র ১টি বাস্তবায়িত হয়েছে। গত চার বছরে এই সুপারিশ নিয়ে কার্যত আর কিছু করা হয়নি। অথচ, প্যারিসে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকে গত কয়েক বছর যাবতই সরকার প্রশাসনিক সংস্কারের অঙ্গীকার করে আসছে। বাস্তবক্ষেত্রে সংস্কার কমিশন গঠন করেই যেন সরকার সন্তুষ্ট। তা না হলে, কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে এই ক'বছরে যথেষ্ট অগ্রগতি হওয়ার কথা। এখন এই সুপারিশমালার যে দশা তাতে পরিস্থিতিকে হতাশাজনক নয়; বরং দুর্ভাগ্যজনক বলতে হয়। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে নাজুক অবস্থা দেখে বিশ্ব ব্যাংক যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে, এটাও কম দুঃখজনক নয়। কেননা, সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে চরম অবহেলা বা উদাসীনতায় আগেই অসন্তুষ্ট হওয়ার কথা ছিল দেশবাসীর এবং তার প্রেক্ষিতে সচেতন উদ্যোগ গ্রহণের কথা ছিল সরকারের। কিন্তু সেসব কিছু হয়নি, যদিও বিভিন্ন সময়ে এই সুপারিশমালার ব্যাপারে কথাবার্তা হয়েছে এবং লেখালেখিও কম হয়নি। তবু এ ব্যাপারে উদাসীনতা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য 'রাজনৈতিক সদিচ্ছা'কে কাজে লাগানোর ব্যাপারেও বিশ্ব ব্যাংক সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিল। এই পরামর্শ যে বিশেষ কোনো কাজে লাগেনি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এজন্যই এবার বিশ্ব ব্যাংক অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

বিষয়টি বিশ্ব ব্যাংকের অসন্তোষ প্রকাশের জন্যই যে গুরুত্বপূর্ণ তা নয়; বরং প্রশাসনিক সংস্কার না হওয়ায় জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। নামমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া দেশে এখনো বাস্তবিকপক্ষে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাই চালু রয়েছে। গত অর্ধ শতাব্দীকালে পরিবর্তন যতটুকু হয়েছে তা কোনোভাবেই আজকের এই সময় এবং আধুনিক মানুষের জন্য উপযোগী নয়। প্রশাসনকে ঘিরে যে অনিয়ম-দুর্নীতি এবং নিরীহ-সাধারণ মানুষের যে দুর্ভোগের খবরাদি প্রতিনিয়ত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে– তার মূল কারণও এখানেই। জাতির জীবনে প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন সরকার। আর এই দায়িত্ব পালনে সরকারের হাতিয়ার প্রশাসন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কাঠামো বিন্যাস, কর্মচেতনা ইত্যাদি যুগোপযোগী ও জাতীয় আকাঙ্ক্ষার অনুগামী না হলে জাতীয় উন্নয়ন-অগ্রগতি ও জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। কাজেই, প্রশাসন সংস্কার যে জাতীয় জীবনে এক অপরিহার্য কর্ম এটা আর বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন যে ৩০টি অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ করেছেন তার কয়েকটি উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে যে, এই সংস্কার কতটা প্রয়োজনীয়। যেমন সরকারী সংস্থাসমূহের জবাবদিহিতা ও সেবার মানোন্নয়নের ব্যবস্থা, সচিবালয়ে চিঠিপত্র গ্রহণে প্রাপ্তি স্বীকার ও নিষ্পত্তি করা, উৎসাহজনক প্রাপ্ত ব্যবস্থাসহ আগাম অবসর গ্রহণ, ভ্রমণ কর পরিশোধ সহজীকরণ, পেনশন পরিশোধ সহজীকরণ, বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসন আধুনিকায়ন, উপযোগ বিলসমূহ এক স্থানে পরিশোধের ব্যবস্থা, পাসপোর্ট প্রদান সহজীকরণ, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু পদ্ধতি সহজীকরণ, মন্ত্রণালয়, বিভাগসহ সরকারী অফিসে মানোন্নয়ন টীম গঠন, সড়ক ও জনপথ নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতি, কতিপয় অধিদফতরের দফতর বিলপ্তি ও একত্রীকরণ– ইত্যাদি। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের ১৩৭টি সুপারিশের মধ্যে একটি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৫টি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে বলে প্রকাশিত খবরে উল্লেখ করা হয়। এ-ও বলা হয়েছে যে, আগামী ৩০ নভেম্বর কমিশনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য একথাও সত্য, সুপারিশ প্রদানটাই কমিশনের দায়িত্ব। সেই সুপারিশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইউএনডিপি কর্তৃক বরাদ্দ ৬ কোটি ৭৬ লাখ টাকা ছাড়াও সরকারের রাজস্ব খাত থেকে ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। অবশ্য, ইউএনডিপি প্রদত্ত টাকার মধ্যে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ১২ লাখ টাকা। তবু বলতে হয় দেশী ও বিদেশী সূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ে প্রণীত হয়েছে যে প্রশাসনিক সংস্কারের সুপারিশ তার বাস্তবায়নে উদাসীনতা বা শৈথিল্য প্রদর্শনের অবকাশ কম। তবু, উদাসীনতা ও শৈথিল্য যে রয়েছে তা আজ আর বিশদ করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্ব ব্যাংক সরকারের প্রতি যে রাজনৈতিক সদিচ্ছাকে কাজে লাগাতে পরামর্শ দিয়েছিল তা-ও কোনো গুরুত্ব পায়নি। যা হোক, এখনো সময় আছে, প্রয়োজনে যাচাই-বাছাই করে হলেও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যুগোপযোগী সংস্কার সাধনে উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। কেননা, এই সংস্কার জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই আজ অপরিহার্য।